কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

জবিতে শ্রেণিকক্ষ সংকট পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা!

মো. জহিরুল ইসলাম ▷

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় অনেক কিছু, পায় নতুনের ছোঁয়া আর আধুনিকতা। কিন্তু ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আধুনিকতা তো দূরের কথা উল্লেখ্যযোগ্য কোনো উন্নয়নের দেখা মিলেনি ঐতিহাসিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। নতুন কিছু বিভাগ চালু হলেও হয়নি তেমন কাঠামোগত উন্নয়ন। ফলে শ্রেণিকক্ষ সমস্যায় ভুগছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ও পুরনো বিভাগগুলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সমস্যার পরিধিও, শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করা, শিক্ষকদের নিজেদের কক্ষ না থাকা, সেমিনার কক্ষ ও অফিস কক্ষে অপর্যাপ্ত জায়গা ও কিছু বিভাগে জায়গা একেবারেই না থাকাসহ নানা কারণে একাডেমিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটছে আর পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা, সেই সঙ্গে বাড়ছে সেশন জটের আশঙ্কা। সমস্যাগুলোর কথা প্রশাসনকে জানালে সমাধানের আশ্বাস দিয়েই বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় প্রায় প্রতিবছরই খোলা হচ্ছে নতুন নতুন বিভাগ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন তিনটি বিভাগসহ ছয়টি অনুষদে ৩৬টি বিভাগ চালু রয়েছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, চারুকলা বিভাগের জন্য বরাদ্দ দেওয়া আছে দুটি ছোট ছোট কক্ষ। যেখানে ক্লাস করতে হয় চারটি ব্যাচের প্রায় ১৬০ জন শিক্ষার্থীকে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায়, চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা কক্ষের সামনে অপেক্ষারত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী জানালেন, 'দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস চলছে, ওদেরটা শেষ হলে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারব। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এটি প্রতিদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০১৬-২০১৭) চালু হয়েছে বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ ও ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এখনো নিজস্ব কোনো শ্রেণিকক্ষ বা অফিস নেই। এ ছাড়া গত ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে নতুন করে চালু হওয়া শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের ক্লাস নেওয়া হয় পোগজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে। ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান জুনায়েদ আহমেদ হালিম বলেন, 'আমাদের মাত্র একটি শ্রেণিকক্ষে পাঠ কার্যক্রম চালাতে হয়। তাও সকাল ১১টা থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ব্যক্তিগত কোনো কক্ষ বা অফিস কক্ষ এখনো পাইনি। তবে কিছুদিন একটি কক্ষ অন্য একজন শিক্ষকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করেছি। প্রশাসন চেষ্টা করলেও সুফল পাচ্ছি না। বর্তমান অবস্থায় ঠিকমতো ক্লাস পরিচালনা করা একটু কষ্টসাধ্য।' এদিকে প্রশাসন বলছে, নতুন একাডেমিক ভবনের কাজ শেষ হলে চালু হওয়া বিভাগগুলোকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখা যায় বর্তমানে ওই ভবনের বিভিন্ন তলায় একাধিক বিভাগ চালু রয়েছে। তার মধ্যে চতুর্থ তলায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্লাস নেওয়া হয় মাত্র চারটি শ্রেণিকক্ষে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বর্তমান অনার্সে চলমান চারটি ব্যাচ ও মাস্টার্সের একটি ব্যাচ। অন্য একটি ব্যাচ (২০১২-২০১৩) অনার্স ফাইনাল দিলেও শুধু শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে তিন মাস সময় লাগে তাদের মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হতে। সব মিলিয়ে পাঁচ-ছয় মাসের জটে পড়ে গেছে ব্যাচটি। এ বিষয়ে বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হেলেনা ফেরদৌসী বলেন, 'মাস্টার্সের নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু করতে না পারার পেছনে দুটি কারণ ছিল, প্রথমটি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকা।' এ ছাড়া দেখা যায়, নৃবিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফার্মাসি বিভাগের ক্লাস নিতে হচ্ছে একই শ্রেণিকক্ষে! ভবনের বিভিন্ন তলায় একের অধিক বিভাগ বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ অবস্থায় কিভাবে নতুন বিভাগগুলোকে এই ভবনে স্থানান্তর করবে, সেটিই এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থী বেশি হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরও একই সমস্যা। মাহবুব নামে এক শিক্ষার্থী বলছিলেন, 'সেমিনারে সব সময় জট বেঁধে থাকে, ক্লাস করার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রুমের সামনে। এমন অবস্থায় যদি শ্রেণিকক্ষ বাড়ানো না যায় সমস্যা দিনে দিনে আরো বাড়বে।' বিভাগটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী বলেন, 'বড় বিভাগ হলেও আমাদের মাত্র চারটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ ছাড়া নতুন আইন অনুযায়ী সামনে প্রতি কোর্সে ৬৪টি করে ক্লাস নিতে হবে। এমন অবস্থায় আমাদের আরো কিছু শ্রেণিকক্ষ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। যা না করে বরং অন্য একটি বিভাগের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষ ভাগাভাগি করার কথা বলা হচ্ছে! এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আরো বাড়বে।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, 'আমাদের শ্রেণিকক্ষের খুব বেশি সমস্যা নেই। যা আছে তা অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে। নতুন একাডেমিক ভবনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, এরই মধ্যে দরজা, জানালা থেকে শুরু করে বেশির ভাগ কাজ শেষ। এখানে ৩৫টি নতুন শ্রেণিকক্ষ পাচ্ছি। কক্ষগুলো পেয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষের কোনো সংকট থাকবে না।'